দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 23 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৭ ...

০৪

ক্যাম্পাস কাহন

নাদিরা কিরণ

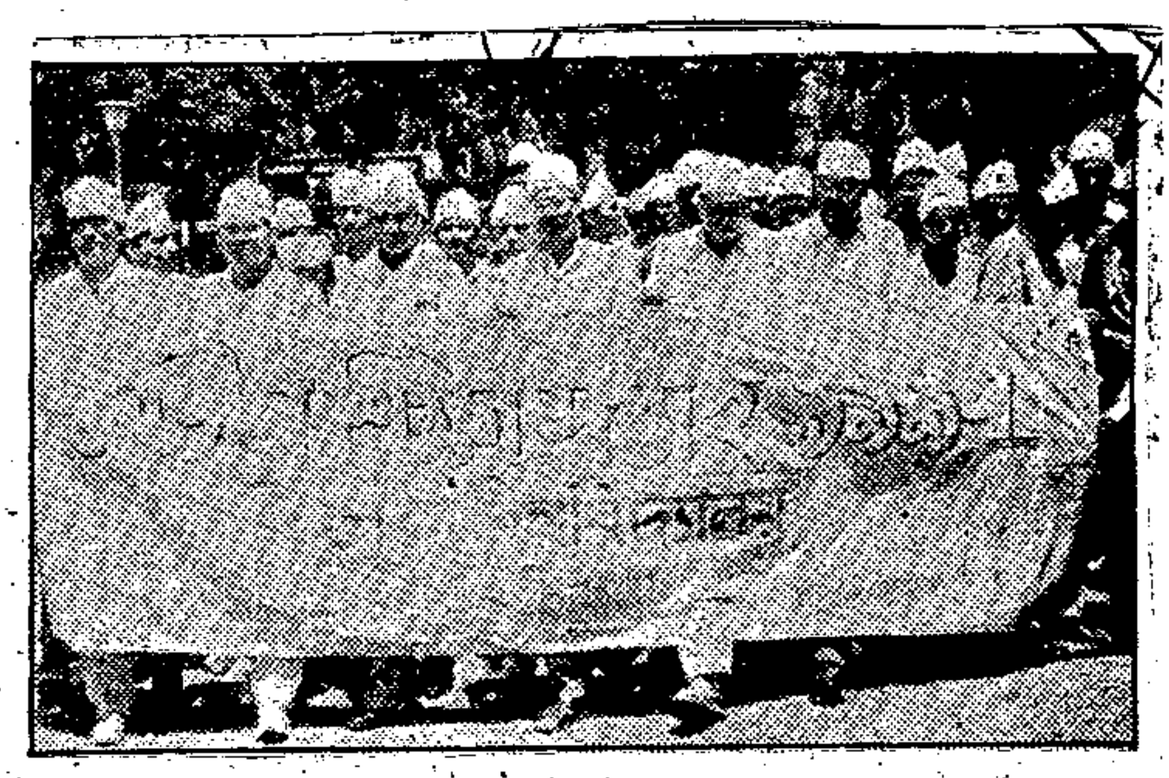

শেষ হল জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৭ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তড়িঘড়ি করে কিছু প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। গত ১০ই আগস্ট থেকে ১২ই আগস্ট '৯৭ পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় টি.এস.সি মিলনায়তনে। ইতোমধ্যে এ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে, বহুদিন ধরে ডাকসু নিষ্ক্রিয় থাকায় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ তেমন একটা হয়নি। অনেকদিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে যা অবশ্যই আরো ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই এ প্রতিযোগিতার খবর জানতে পারেনি। এটা প্রশাসনেরই দুর্বলতা।

প্রতিযোগিতাশেষে পুরস্কার বিতরণীর পোস্টার দেখে তাই ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই অবাক হয়েছে। প্রতিযোগিতার সময়ে তাই অনেক বিষয়ে তিনজন প্রতিযোগীও খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবে উদ্যোগটি প্রশংসনীয় ছিল। প্রতিযোগিতায় মোট ১৪টি বিষয় ছিল। যেগুলোর মধ্যে ছিল রচনা প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, নৃত্য ইত্যাদি। এদের মধ্যে যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করা হলো। ক্বেরাত- মোঃ মিজানুর রহমান, হামদ/নাত- মোঃ মশিউল আনোয়ার, রচনা- মোঃ রুহুল আমিন, আবৃত্তি- রওনক জাহান, উপস্থিত বক্তৃতা- মোঃ আশিকুর রেহমান ও তারান্নুম আসারীন, সুন্দর হাতের লেখা- কাওসার হোসেন, দেশাত্মবোধক গান- মাইনুল আহসান, রবীন্দ্রসঙ্গীত- তাজমিনুর রহমান, নজরুলগীতি- মফিজুর রহমান, লোকগীতি- বিমান চন্দ্র বিশ্বাস, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত- প্রদীপ নন্দী, তাৎক্ষণিক অভিনয়- হাবিবুর রহমান, আধুনিক নৃত্য- সানজিদা শারমীন, লোকনৃত্য- ফারাহ নাজ জেহির। ১৬ই আগস্ট প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রঃ এ কে আজাদ চৌধুরী।

সাধারণ ছাত্র, ছাত্রীরা আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে, অন্তঃ এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত টি, এস, সি'র তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে আরো একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। তাহলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।